আসহাবে মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রথম পর্ব

গ্রন্থনা
মাওলানা মাহবুবুর রহমান

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

আসহাবে মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

গ্রন্থনা	মাওলানা মাহবুবুর রহমান
সম্পাদনা	রাহনুমা সম্পাদনা বিভাগ
প্রথম প্রকাশ	মার্চ ২০১৫
প্রকাশনা সংখ্যা	৪১
গ্রন্থস্বত্ব	রাহনুমা প্রকাশনী
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	ফারিয়া প্রিন্টিং প্রেস ৩/১, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা ১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ-০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯১৫-৪৬২৬০৮

মূল্য ঃ ১২০.০০ (এক শ বিশ টাকা মাত্র)

ASHABE MUHAMMAD SW.

Writer- Mawlana Mahbubur Rahman.

Market & Published by: Rahnuma Prokashoni. Price: Tk. 120.00, US $ 04.00 only.

ISBN 978-984-91118-5-6

E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

ভূমিকা

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তুমি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছ, তা ছাড়া আমাদের আর কোনো ইলম নেই। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী। (সূরা বাকারা : ৩২)

***

১৫ বছর আগের কথা। আমি তখন মকতবের শিশু। প্রতিদিন মাগরিবের পর সবক শুরু করার আগে আমাদের একজন দাঁড়িয়ে একটি দুআ পড়ত। তার সঙ্গে আমরা সবাই কণ্ঠ মিলাতাম। পড়তাম। সে দুআর শেষ বাক্যটিই অর্থসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

আজ যখন এই ছোট্ট গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে, ১৫ বছর আগের সেই দুআর একটি বাক্য আমার পুরো সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে...

لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

তুমি আমাদের যা কিছু ইলম দিয়েছ, তা-ছাড়া আমাদের কোনো ইলম নেই।

অফুরন্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করার বিষয়টি আল্লাহ তাআলা কত সহজ করে দিয়েছেন! আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও আর শুধু বল- আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য।

দেড় মাসের মতো সময় লেগেছে গ্রন্থটি প্রস্তুত করতে। পুরো সময়টিতে বারবার একটি কথাই মনে হয়েছে— সমস্ত

প্রশংসা মহান আল্লাহরই জন্য। কৃতজ্ঞতার এই যে অনুভূতি, এটিও একটি নেয়ামত। আমাদের প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহর নেয়ামত দ্বারা পরিবেষ্টিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাঁর শোকরগুজার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন।

সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আমরা প্রায় দেড় হাজার বছর দূরে বাস করছি। শুধু শব্দের ভেলায় ভর করে এই দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়। সঙ্গে যদি কল্পনার মাঝি থাকে তাহলে হয়তো দূরত্ব কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব।

মুফতী মুহাম্মাদ শফি রাহ. তাঁর 'মাকামে সাহাবা' গ্রন্থের ভূমিকায় একটি কথা লিখেছেন, যা এই গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি। 'মাকামে সাহাবা' গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন আমাদের প্রিয় আদিব হুযূর– আল্লামা আবূ তাহের মেসবাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল মুরুব্বিকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। আমিন।

মুফতী শফি রাহ. লিখেন, "সাহাবায়ে কেরাম হলেন আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাধারণ উম্মতের মাঝে আল্লাহপ্রদত্ত এক মজবুত যোগসূত্র। এই যোগসূত্র ছাড়া কুরআনের 'শব্দ-পঠন' যেমন উম্মতের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তেমনি সম্ভব ছিল না কুরআনের ব্যাখ্যা ও মর্মজ্ঞান অর্জন, যা পেশ করার দায়িত্ব খোদ কুরআন সোপর্দ করেছে আল্লাহর রাসূলের জিম্মায়। ইরশাদ হয়েছে-

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

অর্থ– 'মানুষের উদ্দেশ্যে যা নাযিল করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা ও মর্ম যেন আপনি তাদের সামনে তুলে ধরেন।' -সূরা নহল : ৪৪

তদ্রূপ রিসালাত তথা রাসূলের বাণী ও শিক্ষার সম্পদভাণ্ডার এই যোগসূত্র ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয় কারও পক্ষে।

সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুম হলেন রাসূল-জীবনের সার্বক্ষণিক সহচর। খোদ আল্লাহ পাক তাঁদের

নির্বাচন করেছিলেন এই পবিত্র সাহচর্যের জন্য। তাঁদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, শিক্ষা ও আদর্শ ছিল স্ত্রী-পুত্র-পরিজন এমনকি আপন প্রাণের চেয়েও প্রিয়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদভাণ্ডারও ছিল তার তুলনায় তুচ্ছ। তাই জান-মাল কোরবান করে রাসূলের পয়গাম তাঁরা ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্তে। ফলে তাঁদের জীবন-চরিত হয়ে উঠেছে নববী-সিরাত ও জীবন-চরিতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং তাঁদের স্থান ও মর্যাদার নির্ভুল পরিচয় পেতে হলে কুরআন-সুন্নাহ ও সিরাতুন-নবীর দর্পণেই অবলোকন করতে হবে। ইতিহাসগ্রন্থের ছেঁড়া পাতায় পাওয়া যাবে না তাঁদের জীবন ও চরিত্রের আসল ছবি। মোটকথা, ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তে তাঁদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে এক বিশিষ্ট স্থান ও স্বতন্ত্র মর্যাদা।”

আদিব হুযূর (মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দা. বা.) প্রায়ই একটি কথা বলে থাকেন, ‘আমাদের সফলতা অতীতে, অতীতমুখিতায়। আমরা যদি আমাদের অতীতকে সামনে রেখে বর্তমান জীবন গড়তে পারি, তাহলে ভবিষ্যত জীবনে সফলতার আশা করা যায়।’

বক্ষমান গ্রন্থটি মূলত আমাদের সোনালি অতীতে ফিরে যাওয়ারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ‘আসহাবে মুহাম্মাদ’ গ্রন্থটির প্রথম-পর্ব প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ পর্বে পাঁচজন বিখ্যাত সাহাবীর জীবনের বিভিন্ন খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যাঁদের প্রত্যেকের নামই আবদুল্লাহ। ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে ‘অতিরিক্ত’ কোনো বিবরণ গ্রহণ করা হয় নি। কারণ সাহাবায়ে কেরামের জীবন-চরিত এমনই যে, অতিরিক্ত বর্ণনার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। পড়ার সময় শুধু এতটুকু খেয়াল রাখলেই হবে যে, এই ঘটনাগুলো প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ঘটেছে।

আল্লাহ তাআলা সবাইকে সাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকে জীবন গড়ার পাথেয় সংগ্রহ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

কৃতজ্ঞতা

মুফতী ফারুকুযযামান। আমার ফারুক সাহেব হুযূর। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নাহবেমির পড়ার সময়ে। সে বছরই তিনি মাদানীনগর আসেন নতুন উসতাদ হয়ে, আর আমার জীবনে ফেরেশতা হয়ে। বড় যন্ত্রণা আর অস্থিরতার মধ্যে ছিলাম আমি সে সময়। জীবনের প্রতি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পথহারা মুসাফির যেমন এক সময় ক্লান্ত হয়ে একটুখানি ছায়ার খোঁজ করে, তেমনি আমারও ছিল একটি মানবছায়ার প্রতীক্ষা... অজানা প্রতীক্ষা। হুযূরকে পেয়ে সেই প্রতীক্ষা আমার পূর্ণ হল। আত্মা শান্ত ও প্রশান্ত হল। জীবনের সফরে হারানো রাহে মনযিল আবার আমি খুঁজে পেলাম হুযূরের হৃদয়-ছায়ায়। এ-ছায়াসান্নিধ্য এখনও অটুট রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ জান্নাত পর্যন্ত থাকবে।

গত বছর জুমাদাল উলার ১৯ তারিখ শুক্রবার; ২১ মার্চ ২০১৪। এই দিন হুযূর ই-মেইলের মাধ্যমে দশ খণ্ডের একটি কিতাব পাঠান। প্রতিটি খণ্ড আলাদা আলাদা পিডিএফ ফাইলে। কিতাবের নাম 'আতফালুন হাওলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'

ছোটবেলা থেকেই আমি অনুবাদের ক্ষেত্রে এক শ হাত দূরে থাকি। খুব বেশি দরকার হলে, পরিস্থিতি যখন 'মা-লা-বুদ্দা মিনহু' [যা না-হলেই নয়]-র পর্যায়ে চলে যায় তখন দূরত্ব কিছুটা কমিয়ে আনি। কাজ শেষ হলেই আবার এক শ হাত। হুযূরও আমার এই 'এক শ হাতে'র কথা জানেন। তারপরেও বললেন, 'বইটা অনুবাদ করে ফেল।'

আমি বললাম, হুযূর..., অনুবাদ...!

হুযূর আমার অবস্থা দেখে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। অনুবাদ করা লাগবে না। তবে এটা দিয়ে কিছু একটা করো।

আল্লাহর উপর ভরসা করে শুরু করলাম। প্রথমে শুরু করেছিলাম হুযূরের পাঠানো 'আতফালুন হাওলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' কিতাবটি সামনে রেখে। তারপর ধীরে ধীরে প্রয়োজনের তাগিদেই অন্যান্য প্রসিদ্ধ উৎসগ্রন্থ সামনে রাখা হয়েছে।

অধ্যাপক কামরুজ্জামান ফিরোজ। আমার ফিরোজ আঙ্কেল। একজন স্বভাব-কবি। একসময় পুরোদমে লেখালেখির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। সংসারের টানে এখন কিছুটা মন্থর। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও খুব যত্ন করে গ্রন্থটি আগাগোড়া পড়েছেন। সংশোধনও করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে আপন শান অনুযায়ী এর প্রতিদান দিন। সংসারের হক আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে আবারও পুরোদমে লেখালেখির ময়দানে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সিরাজুস সালিকিন। আগামী বছর এই সময় ইনশাআল্লাহ তাকে মাওলানা সিরাজুস সালিকিন বলে ডাকার খোশনসিব হবে। আমি তার এক সময়ের সহপাঠী। শুধু বলার জন্যই সহপাঠী বললাম। বাস্তবে 'পাঠে'র ক্ষেত্রে সে আমার চেয়ে বহু অগ্রগামী। যে সব উৎসগ্রন্থ থেকে এই ছোট্ট গ্রন্থটি তৈরি করেছি, তার প্রায় সব ক'টির সন্ধান সে-ই আমাকে দিয়েছে। আর এমন কিছু পরামর্শ এবং দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, যার ফলে খুব এতমিনান ও প্রশান্তির সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই বান্দাকে 'সিরাজুস সালিকিন ইলা সিরাতিম মুসতাকিম' হিসেবে কবূল করে নিন। আমিন।

আমার বন্ধু আমিন। আমিনুল ইসলাম। সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে পড়েছে এবং

প্রচুর বানানভুল সংশোধন করেছে। আশ্চর্য কিছু ভুলও চিহ্নিত করেছে। আশ্চর্য বলার কারণ হল— এগুলো ভুল হওয়ার ব্যাপারে আমার এতটুকু ধারণা ছিল না। বানানের ক্ষেত্রে আমার দুর্বলতা খুবই প্রবল। আর বড় প্রয়োজনের মুহূর্তে তার কম্পিউটারটি ওদের বাসা থেকে আমি নিয়ে আসি। শেষ দিকের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো তার কম্পিউটারেই করা হয়েছে।

বন্ধুকে শব্দের ধন্যবাদ জানানোর অভ্যাস আমার নেই। তবে এই গ্রন্থের ভূমিকায় ওর কথা বলাটা জরুরি ছিল। নইলে ভূমিকাটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

মাওলানা আহসান ইলিয়াস। বহু গ্রন্থের সম্পাদক। তার সম্পাদনা শেষে যখন গ্রন্থটি আমি আবার পড়ি, তখন বুঝতে পারি যে, কত খুঁত ছিল এর ভাষার ব্যবহারে। আর কি নিখুঁতভাবে তিনি এর সম্পাদনা সম্পন্ন করেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে নিয়ে তার দিলের তামান্নাগুলো পুরো করে দিন। আমিন।

–মাহবুবুর রহমান

আসহাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিতাবের ওয়েবএড্রেস– www.ashabemuhammad.info

–এর ইউজার নেম **আসহাবে মুহাম্মাদ সা.**

দারুল উলূম মাদানী নগর মাদরাসার ফিকহ ও আরবী ভাষা এবং সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক

মুফতী ফারুকুযযামান [দা.বা.]-এর দুআ

নবী পরশে ধন্য সাহাবাদের জীবনাদর্শ সর্বযুগের সকলের জন্য অনুসরণীয়। পৃথিবীর জীবন-যাপন যতই আধুনিক হচ্ছে, ততই এই ধ্রুব সত্যটি বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। তাই তো দেখা যাচ্ছে, নববী আদর্শ-বিবর্জিত জীবন দিন দিন নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে। যুগের এই অধঃপতনে দিশেহারা মানবতার জন্য হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হিসেবে সাহাবাদের আদর্শ আমাদের জীবনের পাথেয়। তাঁদের অনুসরণ আমাদের ইহকাল ও পরকালের মুক্তির সোপান। তাই এই বিষয়ে যতই লেখালেখি হোক না কেন, এতে পাঠকের জন্য খোরাকের কোনো শেষ নেই। প্রতিবারের পাঠে যেন নতুন নতুন আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়। যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পালনীয়। আর তা হবে না কেন? আল্লাহ তাআলা তো প্রিয় নবীর সাহচর্যের জন্য এমন উজ্জ্বল তারকা সমতুল্যদের নির্বাচিত করেছেন, যাঁদের সকলে দুনিয়াতেই আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ পেয়েছেন। এ-মর্মে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর বাণীটি যথার্থই হয়েছে-

أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوباً، وأعمقها علماً وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلافهم وسيرهم.

এ আদর্শিক খোরাকের পুনরাবৃত্তির জন্যই আমি নবীন লেখক মাওলানা মাহবুবুর রহমানকে সাহাবা চরিতের উপর লিখিত أطفال حول الرسول صلى الله عليه وسلم নামে আরবী কিতাবটি দিয়ে বলেছিলাম যে, এর অনুকরণে মাতৃভাষায় একটি স্বতন্ত্র বই সঙ্কলন করতে, যা আমাদের জীবনের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। এভাবেই বইটির সূচনা। বক্ষমান বইটিতে যে ক'জন সাহাবীর জীবনীর আলোচনা এসেছে, তাতে তাঁদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোই তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লেখক দলীলনির্ভর বক্তব্যগুলোকেই প্রাধান্য দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। এ-জন্য তাকে অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সাহাবাদের জীবন চরিতের উপর বিস্তারিত লিখিত প্রসিদ্ধ কিতাবগুলো মুতালাআ করতে দেখেছি। এ-ধরনের গবেষণামূলক মানসিকতা থাকাটা সত্যিই প্রশংসনীয়।

বইটির যে কয়েক পৃষ্ঠা আমি দেখেছি তাতে আমি মনে করি, বইটি সর্বমহলের পাঠকদের জন্য উপকারী হবে। বিশেষ করে বইটিতে নির্ভরযোগ্য বরাত থাকায় উপকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তাআলা লেখক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নববী আদর্শে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত

ফারুকুযযামান

ডুয়েট, গাজীপুর

২৬.৪.১৪৩৬ হিজরী

১৬.২.২০১৫ ঈসায়ী

সূচিপত্র

ফকীহ সাহাবী
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.
১৫

বায়তুল্লাহর অমর শহীদ
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাযি.
২৯

ইত্তেবায়ে সুন্নাহর বিস্ময়কর নমুনা
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.
৪৭

তরজুমানুল কুরআন
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.
৬১

হাদীসে নববীর সর্বপ্রথম সঙ্কলক
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি.
৭৭

এক নজরে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.

প্রসিদ্ধ নাম	:	আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ।
অফাত	:	৩২ হিজরী।
বয়স	:	৭০ এর কিছু বেশি।
মা	:	উম্মে আবদ বিনতে আবদে উদ ইবনে সুওয়াই।
বাবা	:	মাসউদ ইবনে গাফেল।

নববী আত্মীয়তা : নেই। তবে নবীজির সার্বক্ষণিক সাহচর্য এবং নবীজির ঘরে অধিক আসা-যাওয়ার কারণে, মদীনায় যারা নতুন আসত তারা তাঁকে নবী-পরিবারের সদস্য মনে করত।

তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা	:	৮৪০ টি
বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত [মুত্তাফাক আলাইহি]	:	৬৪ টি
বুখারী এককভাবে	:	২১ টি
মুসলিম এককভাবে	:	৩৫ টি[১]

১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৩/২৮১

সে এক রাখাল ছেলে। মক্কায় থাকে। কিন্তু মক্কার ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সে একদম বেখবর। কারণ প্রতিদিন খুব সকালে উঠে ছাগল আর মেষের পাল নিয়ে সে দূর পাহাড়ে চলে যায়। তারপর সন্ধ্যা নামার পর ফিরে আসে। তাই মক্কানগরীতে যে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়ে গেছে, সে সম্পর্কে এই রাখাল বালক ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। লোকজন তাকে ইবনে উম্মে আবদ বলে ডাকে। তবে তার নাম ছিল আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ।

প্রতিদিনের মতো আজও সে ছাগল চড়াচ্ছে। দূর থেকে দু-জন লোককে আসতে দেখল। চেহারায় সুগভীর ব্যক্তিত্বের ছাপ। দেখেই বুঝা যায় ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছেন তাঁরা। কাছে এসে লোক দুজন তাকে সালাম দিলেন। তারপর ছাগলপালের দিকে ইশারা করে বললেন, একটু দুধের ব্যবস্থা করা যাবে? খুব তৃষ্ণা পেয়েছে।

সে বলল, দেখুন! আমাকে এগুলোর দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মালিকানা দেওয়া হয় নি। তো বুঝতেই পারছেন, আমি আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারছি না।

তার উত্তর শুনে লোক দুজন বোধহয় খুশিই হলেন। তাঁদের প্রথমজন বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি বরং ছোট্ট একখানা ছাগল নিয়ে এস, যেটা এখনও দুধ দেওয়া শুরু করে নি।

ছেলেটি কিছু না বলে লোকটির কথামতো একটি ছাগল নিয়ে এল। তারপর তাঁর কর্মকাণ্ড দেখতে লাগল।

লোকটি তখন আল্লাহর নাম নিয়ে ছাগলের দুধের বানে হাত বুলিয়ে দিলেন। আর দেখতে দেখতে সেটি দুধে পূর্ণ হয়ে উঠল। এই দৃশ্য দেখে ছেলেটি দারুণ অবাক হল। একটি ছোট ছাগল দুধ দিতে লাগল!

অন্য লোকটি ততক্ষণে একটি পাত্র নিয়ে এসেছেন। প্রথমজন সেই পাত্রে দুধ দোহন করতে লাগলেন। তারপর তৃপ্তির সঙ্গে তাঁরা দুধ পান করলেন। ছেলেটিকেও দিলেন। এবার প্রথমজন আবার ছাগলটিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'স্বাভাবিক হয়ে যাও'। তখন ছাগলের দুধের বান আগের মতো হয়ে গেল।

ছেলেটি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না! সে ঐ লোকটিকে বলেই ফেলল, আপনি এটা কীভাবে করলেন? আমাকেও শিখিয়ে দিন।

তিনি মুচকি হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি তো শিক্ষিত ছেলে।[১]

***

এ-দুজনের প্রথম ব্যক্তি হলেন আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দ্বিতীয়জন হলেন তাঁর হিজরতের সাথী, তাঁর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক। রাযিআল্লাহু আনহু।

মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে ক্লান্ত হয়ে তাঁরা সেদিন কিছুক্ষণের জন্য মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন। সেদিনের সেই কিছুক্ষণের বেরিয়ে পড়ায় যে রাখাল বালকের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তিনিই হয়ে ওঠেন বিখ্যাত ফকীহ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.। যিনি সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থেকে কুরআনে কারীমের সত্তরটিরও অধিক সূরা শিক্ষা লাভ করেন।[২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে বলেন,

---

১. উসদুল গ-বাহ : ৩/৩৫৪,
সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৩/২৮২, ২৮৩,
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/৭৬, ৭/১৫৬

২. আল-ইসাবাহ : ৪/১৮৯
সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৩/২৮৮, ২৮৯, ২৯৮